ড. রাগিব সারজানি

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শুরু থেকে ত্রিপোলির পতন

অনুবাদ

আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

।। অর্পণ।।

হে নাবিক!
তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি-মাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর-জলে।

বি ষ য় সূ চি

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অনুবাদকের কথা ১৫
লেখকের ভূমিকা ১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

একনজরে ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাতের সংক্ষিপ্ত চিত্র-৩৯

প্রথম পাঁচ শতাব্দীতে ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাত
(ইসলামের আবির্ভাবকাল-হিজরি পঞ্চম শতাব্দী).....৪২
আব্বাসি খিলাফত ও শান্ত-সতর্ক ভাব! ৪৮
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভাঙন..... ৫০
পরবর্তী নয় শতাব্দীর ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাত-চিত্র
(হিজরি ষষ্ঠ-চতুর্দশ শতাব্দী) ৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড আগ্রাসন শুরুর অব্যবহিত পূর্বে ইসলামি বিশ্বের পরিস্থিতি-৬১

বিভক্তি ও ভাঙনের মাঝে ৬৬
মিশর আরেক মৃত্যুগহ্বরে! ৭৩
মাগরিব অঞ্চল ও আন্দালুসের পরিস্থিতি..... ৭৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপ পরিস্থিতি-৮১

এক. ধর্মীয় প্রেক্ষাপট.....৮১
গির্জার বিচ্যুতি.....৮১
প্রাচ্যভূমি নিয়ে গির্জার প্রচারণা ৮৭
দুই. অর্থনৈতিক পটভূমি ৮৯
তিন. রাজনৈতিক পটভূমি ৯২
চার. সামাজিক পটভূমি..... ৯৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম ক্রুসেড অভিযানের প্রচারণা-৯৯

ক্যাথলিক গির্জায় নতুন নেতৃত্বের আগমন ৯৯
দৃশ্যপটে ক্রুসেড আন্দোলনের প্রস্তুতি ১০৪
সুদৃঢ় ও গঠনমূলক পরিকল্পনা.....১১০
ক্রুসেড অভিযানের কার্যকারণসমূহ ১১৫
১. ধর্মীয় আবেগ.....১১৫
২. অর্থনৈতিক স্বার্থ ১১৮
৩. রাজনৈতিক স্বার্থ ১২০
৪. সামাজিক অনুপ্রেরণা.....১২১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে ক্রুসেডার বাহিনী-১২৩

ইউরোপের পথে পথে উচ্ছৃঙ্খল জনতার ধ্বংসযজ্ঞ ১২৩
দৃশ্যপটে কিলিজ আরসালান, উচ্ছৃঙ্খল ক্রুসেডার বাহিনীর পতন ১৩১
প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সামরিক প্রস্তুতি ১৩২

ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী সামরিক বাহিনীসমূহ.....১৩৩
ফ্রান্স থেকে কনস্টান্টিনোপলের পথে.....১৩৭
বাইজান্টাইন সম্রাট ও গডফ্রের মধ্যে চুক্তি.....১৪১
বোহেমন্ডের বিনম্র আচরণ!.....১৪৪
অবশিষ্ট দুই বাহিনীর কনস্টান্টিনোপলে উপস্থিতি.....১৪৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রোমান সেলজুকদের সঙ্গে সংঘর্ষ-১৪৯

নিকিয়ার পতন ১৫০
নিকিয়া পতনের প্রভাবসমূহ.....১৫৬
নিকিয়া পতনের কার্যকারণসমূহ.....১৬০
নিকিয়া পতনের পর ক্রুসেডারদের পরবর্তী পদক্ষেপ ১৬১
দোরিলায়ুমের যুদ্ধ.....১৬২
ইসলামি প্রাচ্যের বুকে প্রথম ক্রুসেড রাজ্য ১৬৫
বল্ডউইনের লালসা এবং বাইজান্টাইনদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ ১৬৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক!-১৭৫

এন্টিয়কের গুরুত্ব ১৭৫
এন্টিয়কের তৎকালীন প্রশাসক ১৮১
বোহেমন্ডের চতুরতা.....১৮৫
উবায়দি প্রতিনিধিদল ১৯১
সহায়তাকারী বাহিনীর পরাজয় ১৯৪
এন্টিয়কের পতন.....১৯৭
সাহায্যকারী মুসলিম বাহিনীর এন্টিয়ক অবরোধের ব্যর্থ চেষ্টা.....১৯৯
মুসলিম শিবিরে দুঃখজনক বিভাজন ২০১
নিকৃষ্টতর পরাজয়!.....২০৬
বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে বিভিন্ন বাধা ২০৮
এন্টিয়কের নতুন শাসক.....২১১

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এবার লক্ষ্যবস্তু আল-কুদস!-২২১

রেমন্ডের লালসা, বাইজান্টাইন সম্রাটের নতুন চাল.....২২৪
ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত.....২২৭
উবায়দি প্রতিনিধিদলের দাবি ও প্রস্তাব.....২২৯
মিশর দখলের চিন্তা!.....২২৩
সুন্নাতুল্লাহ ও শাশ্বত রীতি.....২৩৫
আল-কুদসের পতন.....২৩৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন.....২৪২
'গডফ্রে' বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রহরী!.....২৪৬
ব্যর্থ পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা.....২৫৩
আসকালান ও সংকটময় পরিস্থিতি.....২৫৬
ফিলিস্তিনি নগরীসমূহের পতন.....২৫৭
গডফ্রের প্রতারণাপূর্ণ কূটনীতি.....২৬০

নবম পরিচ্ছেদ

বাইতুল মুকাদ্দাস পতনপরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ-২৬৯

[এক] ইসলামি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা ক্রুসেড রাজ্যসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন বাস্তবায়নে সুদূর পথ অতিক্রমকারী ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ..২৬৯
[দুই] রোমের ক্যাথলিক গির্জা.....২৭২
[তিন] বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য.....২৭৪
[চার] আব্বাসি খলিফা.....২৭৫
[পাঁচ] বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান বারকিয়ারুক বিন মালিকশাহ..২৭৬
[ছয়] কায়রোর উবায়দি (ফাতিমি) খলিফা.....২৭৯
[সাত] শাম অঞ্চলের মুসলিম আমির ও রাজন্যবর্গ.....২৮১
[আট] কিলিজ আরসালান ও রোমান সেলজুক শক্তি.....২৮৩
[নয়] শাম ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলের খ্রিষ্টান জনগণ.....২৮৫
[দশ ও সর্বশেষ] মুসলিম জনসাধারণ!.....২৮৭

দশম পরিচ্ছেদ

সহায়ক ক্রুসেডার বাহিনী-২৯৩

কেন বিশেষ করে লাতাকিয়া বন্দর?.....২৯৩
ক্ষমতার গদি নিয়ে পালাবদলের খেলা!.....২৯৫
অনিঃশেষ লালসা.....২৯৬
ক্রুসেডারদের হঠাৎ বিপদ!.....৩০০
এন্টিয়ক ও বাইতুল মুকাদ্দাসে যুগপৎ প্রশাসনিক শূন্যতা ৩০১
স্বর্ণের তশতরিতে সাজিয়ে রাখা 'বাইতুল মুকাদ্দাস'!.....৩০৫
ক্রুসেড রাজ্যগুলোর পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতি.....৩০৭
ইউরোপের নতুন জাগরণ.....৩১১
ক্রুসেডারদের দুর্যোগ.....৩১৪
ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর পদক্ষেপ ৩১৫
হিরাক্লিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ.....৩১৮
উবায়দিদের ব্যর্থ তৎপরতা.....৩২৪
রেমন্ডের নতুন লালসা ৩২৬
নতুন করে উবায়দিদের আত্মপ্রকাশ ৩৩০
বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যে স্থিতিশীলতা ৩৩২
মুসলিম রাজন্যবর্গের পতন! ৩৩৩
বোহেমন্ডের মুক্তি ৩৩৭

একাদশ পরিচ্ছেদ

উত্তর ইরাকের দিগন্তে আলোর উদ্ভাস!-৩৪৩

কেন কেবল উত্তর ইরাক থেকে?!.....৩৪৬
আদি বিন মুসাফির ৩৫১
উরতুক-পরিবার ও কুর্দি জনগোষ্ঠী ৩৫৩
অত্যাচারীদের পরিণতি.....৩৫৬
এক মহিমান্বিত বিজয়.....৩৫৯
বিরল অভিযান! অভাবনীয় ত্যাগ!.....৩৬৪
বালিখের যুদ্ধের প্রভাবসমূহ ৩৬৬
বোহেমন্ডের পতন ৩৭১
সন্ধি ও বিভাজন!.....৩৭৬
শাম অঞ্চলে মুসলমান ও ক্রুসেডারদের পরিস্থিতি ৩৭৭
মসুলের গোলযোগ.....৩৮৪
মুসলিম-ক্রুসেডার মৈত্রি!..... ৩৮৮
ত্রিপোলির পতন.....৩৮৯
একচ্ছত্র অধিপতি টেনক্রেড!.....৩৯২
ইতিহাস ও বর্তমানের বিশ্লেষণ.....৩৯৫

মা ন চি ত্র সূ চি

মানচিত্র নং-১
ইসলামের আবির্ভাবকালে বিশ্বমানচিত্রে খ্রিষ্টান রাষ্ট্রসমূহ.....৪২
মানচিত্র নং-২
আন্দালুস ও ফ্রান্সে মুসলিম-খ্রিষ্টান যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ.....৪৭
মানচিত্র নং-৩
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আব্বাসি সাম্রাজ্যের যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ..৪৯
মানচিত্র নং-৪
আন্দালুস ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ.....৫৫
মানচিত্র নং-৫
আধুনিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ৫৭
মানচিত্র নং-৬
আধুনিক কালে পশ্চিমাদের সামাজ্যবাদী আগ্রাসন.....৫৮
মানচিত্র নং-৭
ক্রুসেড যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বিভক্ত ইসলামি বিশ্ব ৬২
মানচিত্র নং-৮
সেলজুক সাম্রাজ্যের বিভক্তির চিত্র ৬৯
মানচিত্র নং-৯
ক্রুসেড যুদ্ধের প্রচারণা ১০৫
মানচিত্র নং-১০
অনিয়মিত বাহিনীগুলোর গতিপথ..... ১২৩
মানচিত্র নং-১১
প্রথম ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাহিনীসমূহ ১৩৪

মানচিত্র নং-১২

ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর ইউরোপ থেকে কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে যাত্রা.....১৩৮

মানচিত্র নং-১৩

নিকিয়া অভিমুখে কিলিজ আরসালানের যাত্রাপথ ১৫২

মানচিত্র নং-১৪

দোরিলায়ুমের যুদ্ধক্ষেত্র ১৬৩

মানচিত্র নং-১৫

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর গতিপথ.....১৬৪

মানচিত্র নং-১৬

বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে ক্রুসেডারদের যাত্রাপথ ২৩২

মানচিত্র নং-১৭

৪৯২ হিজরি সনে/১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেড রাজ্যসমূহ ২৭২

মানচিত্র নং-১৮

বোহেমন্ডের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ২৯৯

মানচিত্র নং-১৯

৪৯৪ হিজরি সনে/১১০১ খ্রিষ্টাব্দে আগত নতুন ক্রুসেডার বাহিনীসমূহ.....৩১২

মানচিত্র নং-২০

মুরসিফানের যুদ্ধ.....৩১৭

মানচিত্র নং-২১

হাররানের (বালিখের) যুদ্ধ..... ৩৬৩

মানচিত্র নং-২২

৫০৩ হিজরি সনে/১১১০ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেড রাজ্যসমূহ.....৩৯৮

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে অবশেষে *'ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস'*-এর প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে আমরা প্রত্যেকে এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, প্রতিটি কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হয়। সবাই মিলে শত চেষ্টা করলেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা সম্পাদন করতে পারে না; পুরো পৃথিবী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেও নির্ধারিত সময়ের পর তা আটকে রাখতে পারে না। তিনি না চাইলে গাছের পাতাও নড়ে না; তিনি হুকুম করলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তাই আমরা মনে করি, *'ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস'* তার নির্ধারিত সময়েই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে।

ক্রুসেড যুদ্ধ মানে খ্রিষ্টধর্মের প্রতীক ক্রুশের মর্যাদা তথা ধর্মের মর্যাদা রক্ষার লড়াই। কিন্তু আসলে কি তাই?! সম্ভবত এটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ প্রতারণা! ইতিহাস-পাঠকদের প্রিয় লেখক ড. রাগিব সারজানি তার স্বভাবসুলভ বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা বা ক্রুশ প্রতীকের মর্যাদা রক্ষা নয়; বরং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চাহিদা ও ক্ষমতার লিপ্সা চরিতার্থ করতেই মূলত ইউরোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুগে যুগে ক্রুসেডের দোহাই দিয়ে ইসলামি ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়েছে। প্রতিটি সচেতন মুসলমানের এ ইতিহাস জানা জরুরি। কারণ, ইতিহাস শুধু অতীতের ভালো-মন্দ ঘটনার বিবরণ পরিবেশন করে না, আমাদের আগামী দিনের সঠিক কর্মপন্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

এখন পর্যন্ত মূল আরবি গ্রন্থটির কেবল প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কিছু সময়ের আলোচনা এসেছে। বইটির অনুবাদ বেশ আগে শুরু হলেও ১৪৩৯ হিজরি সনের রমজান মাসে (২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে) আমরা জানতে পারি, ড. রাগিব সারজানি পরবর্তী ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর ইতিহাস সংকলনের কাজও দ্রুত শেষ করবেন এবং

মোট 'পাঁচ খণ্ডে' বইটি প্রকাশ করবেন।[১] তখন পাঠকদের হাতে পুরো বইটি একসঙ্গে তুলে দেওয়ার ইচ্ছায় আমরা প্রথম খণ্ডটির কাজ স্থগিত রাখি। কিন্তু ড. সারজানি তার চলমান প্রকল্প *'কিসসাতুস সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ'*-এর কাজে ধারণার চেয়েও অনেক বেশি সময় ব্যয় করায় গত দুই বছরেও ক্রুসেডের কাজটি সমাপ্ত করতে পারেননি।[২] এদিকে মাকতাবাতুল হাসানের শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ এবং বাংলা ভাষাভাষী ইতিহাস-অনুরাগী পাঠকবৃন্দ বইটি প্রকাশ করার জন্য বারবার আমাদের তাগাদা দিয়ে আসছিলেন এবং বিভিন্নভাবে অনুবাদক, প্রকাশক ও মাকতাবাতুল হাসান-সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে বইটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। সন্দেহ নেই, তাদের এই আস্থা ও ভালোবাসায় আমরা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি।

অবশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের ব্যাপক চাহিদার প্রতি লক্ষ করে আপাতত মূল গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের অনুবাদ দুই ভলিয়মে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, বাকি খণ্ডগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর সেগুলোর অনুবাদও মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষ থেকে দ্রুততম সময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে তার আগ পর্যন্ত পাঠক যেন পরবর্তী ক্রুসেডগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেতে পারেন, এ লক্ষ্যে মাকতাবাতুল হাসানের সম্পাদনা-পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরবর্তী ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 'পরিশিষ্ট' শিরোনামে দ্বিতীয় ভলিয়মের শেষে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এটি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা মাত্র!

এ ছাড়াও সম্পাদনা-পর্ষদের পক্ষ থেকে বইয়ের শেষে দুটি নির্ঘণ্ট যুক্ত করা হয়েছে। পুরো বইয়ের বিভিন্ন স্থানে যেসব স্থানের পরিচিতি আলোচনা করা হয়েছে, প্রথম নির্ঘণ্টে সেগুলোর একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে যেকোনো অনুসন্ধানী পাঠক কাঙ্ক্ষিত স্থানের পরিচয় দ্রুত অতি সহজে বের করতে পারবেন। দ্বিতীয় নির্ঘণ্টে পুরো বইয়ে

---

১. ড. রাগিব সারজানি তার এক সরাসরি সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। পুরো সাক্ষাৎকারটি এ লিংকে পাওয়া যাবে : https://bit.ly/3bMV6z8।

২. বইটি *'মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ'* নামে শীঘ্রই মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। বইটির শুরুতে ড. রাগিব সারজানি তার এ কাজে বিলম্বের কারণও উল্লেখ করেছেন।

বারবার আলোচিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে বইটি অধ্যয়ন করার সময় হঠাৎ কোথাও কোনো ব্যক্তির নাম আসার পর তার পরিচয় মনে না আসলে পাঠক নির্ঘণ্টটির সহায়তায় দ্রুত বিষয়টি জানতে পারবেন। আরবি কিতাবাদিতে এ জাতীয় 'ফাহারিস' বা নির্ঘণ্ট প্রদান অতি স্বাভাবিক হলেও বাংলায় এখনো প্রচলিত নয়। আশা করি, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদের এ প্রয়াসকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন।

ইতিহাসগ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও স্থানের নামে সঠিক উচ্চারণ তুলে আনা সব সময়ই একটি জটিল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। আমরা এ বিষয়ে যথাসম্ভব সঠিক থাকার চেষ্টা করেছি। এরপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া একান্তই স্বাভাবিক। আমাদের প্রত্যাশা, প্রিয় পাঠকবৃন্দ আমাদের অন্যান্য বইয়ের মতো '*ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*'-এর ক্ষেত্রেও আলোচনা-সমালোচনা, মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন।

বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন সময়ের জনপ্রিয় তরুণ লেখক-অনুবাদক সাদিক ফারহান। আল্লাহ তাআলা অনুবাদকদ্বয়, প্রকাশক ও সম্পাদনা-পর্ষদসহ বইটি প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন এবং আমাদের সবাইকে ইখলাস ও একনিষ্ঠতার গুণ দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অতীত ইতিহাস হতে শিক্ষা নিয়ে আদর্শ আগামী বিনির্মাণের পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফিক দান করুন। রাব্বে কারিম সবাইকে সুস্থ-সুন্দর জীবন দান করুন। আমিন।

—আবু মুসআব ওসমান

২৭ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরি

লেখকের ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নিবিষ্ট পাঠকমাত্রই জানেন যে, কোনো একটি চিন্তাধারা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার বা কোনো একটি মর্মকে পাঠক ও শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ঘটনা বর্ণনার ধারা অন্যতম মৌলিক রীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। পবিত্র কুরআনের চিন্তাশীল পাঠকের কাছে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, কুরআনে যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো না কোনো শিক্ষা-উপদেশ বা কল্যাণবার্তা ধারণ করেই উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন বিভিন্ন ঘটনাকে এমনভাবে চিত্রায়িত করেছে যে, ঘটনাগুলোকে আমাদের যাপিত জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয়। পাঠক ভাবতে থাকেন—তিনি যেন স্বচক্ষে ঘটনাপ্রবাহ অবলোকন করছেন। মনে হয়—আরে! এদেরকে তো আমি চিনি! ব্যক্তিজীবনে তো এদের সঙ্গেই আমার ওঠা-বসা, সহাবস্থান; নামগুলোই শুধু ভিন্ন! আমাদের সমাজের অমুক ব্যক্তির আচরণ তো এই ঘটনার ফেরাউনের ন্যায়! অমুকের আচরণ কারুনের ন্যায়! আচরণে-উচ্চারণে অমুক যেন তালুতেরই প্রতিচ্ছবি আর অমুকের চরিত্রে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে জুলকারনাইনের কর্মধারা! জীবনের নির্দিষ্ট একটি অঙ্গনে অমুক জাতির কর্মকাণ্ড যেন বনি ইসরাইলের মতো আর অমুক গোষ্ঠীর মাঝে যেন পাওয়া যাচ্ছে কুরআনে বর্ণিত ছামুদ জাতির আচার-আচরণ!

আমাদের বাস্তব জীবন ও জীবনযাত্রায় আমরা যা কিছু দেখি, সবকিছুরই সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত রয়েছে আল-কুরআনে। তাই যে জীবনপদ্ধতি আমাদের অনুসরণ করা উচিত, আল-কুরআন তার সুস্পষ্ট দলিল ও নির্দেশক। আর সেই পদ্ধতির পুরোটাই কুরআনে বিবৃত হয়েছে ঘটনা বর্ণনার শৈলীতে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ঘটনা ও ইতিহাস বর্ণনার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

সুতরাং আপনি (তাদেরকে) এসব ঘটনা শোনাতে থাকুন, যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আ'রাফ : ১৭৬]

বিশ্ব মানবতার ইতিহাস এক অমূল্য জ্ঞানসম্পদ। মানব-ইতিহাসে আছে অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার নির্যাস। একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জন্য এমন ভুল করা মোটেও সমীচীন নয়, যা পূর্ববর্তী কেউ করেছে। নিষ্কৃতির উপায় সামনে থাকা সত্ত্বেও জীবনে চলার পথে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়া বিবেচিত হয় মহা অন্যায় হিসেবে।

আপন ইতিহাস ও মানবেতিহাসকে তুচ্ছজ্ঞান করার কারণে মুসলিম উম্মাহ যুগে যুগে বহুবার পথ হারিয়েছে। বরং আরও অনুতাপের বিষয় হলো, জাতির কোমলমতি সন্তানরা যখন আপন জাতির ইতিহাস পাঠের মনস্থ করে, তখন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ইতিহাস বিকৃতকারী লেখকদের রচিত ইতিহাস; যাতে তারা যুক্ত করেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জাল-বানোয়াট গল্প-কাহিনি, বিকৃত করেছে তথ্য-উপাত্ত, বদলে দিয়েছে প্রকৃত ঘটনা ও ঘটনাপ্রবাহ। ফলে ইতিহাসের সৎ চরিত্র পরিণত হয়েছে অসৎ চরিত্রে, অন্যায়ের দোসর পরিণত হয়েছে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিতে! এভাবে ঘটনা ও ইতিহাসের শিক্ষা ও মর্ম বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে মূল উপদেশ ও দীক্ষার মর্মবাণী; মুসলিম উম্মাহ হারিয়ে ফেলেছে তাদের অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা ইসলামি ইতিহাসের প্রতিটি দিক নিয়ে সমৃদ্ধ অধ্যয়নের এক প্রচারণা ও আন্দোলন শুরু করব। এর মাধ্যমে আমরা উল্লিখিত সীমালঙ্ঘনসমূহের সংশোধন ও প্রতিকারবিধান করতে পারব এবং প্রতিটি বিষয়কে সঠিকভাবে জানতে পারব। আর ইনশাআল্লাহ এ পথ ধরেই আমরা এই সুবিশাল জ্ঞানসম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারব।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তেমনই একটি কর্মপ্রচেষ্টার ফসল। ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ের সঠিক বিবরণ জানা এবং এ সম্পর্কিত ভুল ধ্যান-ধারণার অপনোদনের লক্ষ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস। 'ক্রুসেড যুদ্ধ' ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। অতীত ইতিহাস ও আমাদের যাপিত জীবনের বাস্তবতা—উভয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এ ইতিহাস অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। অর্থাৎ ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়ন ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বর্তমান জীবনের গতিধারা অনুধাবনের জন্যও।

বেশ কিছু কারণে আমরা ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে বেছে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো—

[এক]

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস কেবল ইসলামি ইতিহাস নয় বরং মানবেতিহাসেরই একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের বিবরণ। এর ব্যাপ্তি দুইশ বছরেরও অধিক। অর্থাৎ ইসলামি ইতিহাসের এক-সপ্তমাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এই ইতিহাস। ইসলামি ইতিহাসের অধ্যয়ন যদি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তাহলে এই সময়ের ইতিহাস অধ্যয়ন নিশ্চিত করেই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

এ সময়ের ইতিহাস কেবল মুসলমানদের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল সমাজও একে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ক্রুসেড যুদ্ধ ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা এবং কবি-সাহিত্যিক ও আপামর জনসাধারণের মন-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল একটানা তিন শতাব্দীরও অধিক সময়কাল ধরে; নির্দিষ্ট করে বললে ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনাকাল ৪৮৮ হিজরি (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) হতে শুরু করে সমাপ্তিরও পূর্ণ একশ বছর পর ৮০২ হিজরি (১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত। বরং এখনো ইউরোপ-আমেরিকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রুসেড যুদ্ধ-ইতিহাসের গুরুত্ব সগৌরবে অধিষ্ঠিত আছে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নরম্যান ফ্র্যাঙ্ক ক্যান্টোরের[৩] এক জরিপ অনুযায়ী আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে পাশ করা সাধারণ ছাত্ররা মধ্যযুগের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত কেবল একটি ঘটনার কথাই জানে—প্রথম ক্রুসেড অভিযানের ইতিহাস! তিনি জরিপে আরও জানতে পেরেছেন যে, এই

---

৩. কানাডা ও আমেরিকার যৌথ নাগরিক নরম্যান ফ্র্যাঙ্ক ক্যান্টোর (Norman Frank Cantor) ছিলেন নিজ যুগের একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখক। তার অধ্যয়ন ও গবেষণার মূল বিষয় ছিল মধ্যযুগের ইতিহাস। জন্ম ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর কানাডার উইনিপেগে, মৃত্যু ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে। তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *Medieval history : the life and death of a civilization* আরবিতে *التاريخ الوسيط : قصة الحضارة-البداية والنهاية* নামে ড. কাসিম আবদুহু কাসিম কর্তৃক অনূদিত হয়েছে। [অনুবাদক]

অভিযান সম্পর্কে এসব ছাত্রের অনুভব-অনুভূতি অত্যন্ত ইতিবাচক।[৪]

[দুই]

যেহেতু কালগত দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুসেড ইতিহাসের ব্যাপ্তি বেশ দীর্ঘ, তাই এ ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিবাদমান পক্ষগুলোর নীতি-আদর্শও পর্যবেক্ষণ করতে পারব। সাময়িক ও অস্থায়ী বিষয়াদির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সমাজের চিন্তাধারা এবং সামরিক, রাজনৈতিক ও আইনের অঙ্গনের নীতি-নির্ধারকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেক সময়ই প্রচলিত ধারা হতে ব্যতিক্রমী হয়; কিন্তু ক্রুসেড যুদ্ধ তো কোনো সাময়িক বিষয় ছিল না। আর তাই ক্রুসেড-সংশ্লিষ্ট নীতি-আদর্শসমূহ টিকে ছিল দশকের পর দশক; বরং দুই শতাব্দী ধরে। এর অর্থ হলো—এসব নীতি ও আদর্শ সুদৃঢ় ও অটল বিশ্বাস-নির্ভর ছিল; কোনো অবিবেচক, হঠকারী বা নির্বোধের মস্তিষ্কপ্রসূত আকস্মিক পরিকল্পনা ছিল না।

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ইউরোপীয়দের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও পটভূমিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। মূলত এসব পটভূমিকে কেন্দ্র করেই প্রাচীনকালে (রোমান সাম্রাজ্যের) খ্রিষ্টান জাতি ও মুসলিম জাতির মাঝে লড়াই ও সংঘাত আবর্তিত হতো। পাশাপাশি আমরা অবগতি লাভ করতে পারব মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সেনানায়ক ও যোদ্ধাদের লড়াইয়ের পটভূমি, যুদ্ধনীতি, চুক্তিনীতি, অমুসলিমদের সঙ্গে আচরণনীতি এবং সংস্কার ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত নীতি সম্পর্কেও।

আর তাই এ দাবি করা যায় যে, নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ মানবজাতির মনোবৃত্তি ও মানসিকতা, চরিত্র ও নৈতিকতা এবং বিরোধ ও সংঘাতকালের নীতি ও শিষ্টাচার—বিশেষত সংঘাতের এক পক্ষ যদি হয় ইসলামি পরিচয় ধারণকারী—ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অতি চমৎকার ও উৎকৃষ্ট এক গবেষণার নির্যাস।

---

৪. নরম্যান ফ্রাঙ্ক ক্যান্টোর, *আত-তারীখুল ওয়াসিত : কিসসাতুল হাযারা—আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ২/৩৯১-৩৯২।

[তিন]

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক ও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যখন আমরা দেখতে পাই যে, নয়শ বছরেরও অধিক সময় পূর্বের সেই কালের সঙ্গে আমাদের বর্তমানের যাপিত কালের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।

নয়শ বছর পূর্বের সেই যুগসন্ধিক্ষণে যেমন ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে পুরো পশ্চিমা মিত্রশক্তি একজোট হয়েছিল, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলে অগ্রসর হয়েছিল একটি যুদ্ধের জন্য; রাজনীতিবিদ, সমরবিদ, অর্থনীতিবিদ, ধর্মগুরু, বিত্তশালী ও জ্ঞানীসমাজ সকলে সেই অভিযানের সফল বাস্তবায়ন ও সমাপনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা করেছিল; আজকের পৃথিবীতেও নানা ভূখণ্ডে ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐক্য, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সেই একই দৃশ্য।

ইতিহাসের পাতায় আমরা যেমন দেখি শাম অঞ্চলে[৫], ফিলিস্তিনে,

---

[৫]. প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ মূলত তিনটি অঞ্চলকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। ১. এশিয়া মাইনর অঞ্চল ২. শাম অঞ্চল ৩. ফিলিস্তিন অঞ্চল। এখানে আমরা সংক্ষেপে অঞ্চল-তিনটির পরিচিতি তুলে ধরছি।

[এক] এশিয়া মাইনর অঞ্চল

এশিয়া মহাদেশের একটি বিশেষ অংশের নাম এশিয়া মাইনর। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ অঞ্চলটি আনাতোলিয়া নামেও পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলটিই বর্তমানে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্র। অঞ্চলটির উত্তরে কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে এজিয়ান সাগর, দক্ষিণে আধুনিক সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর। আর পূর্ব সীমান্তে আছে বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চল, যা আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় আর্মেনিয়া ও ইরানের মধ্যে পড়েছে।

মার্সিন (Mersin) নগরীর নিকটবর্তী ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় এলাকা থেকে শুরু হয়ে উত্তর-পূর্বে আর্মেনিয়ান মালভূমির কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত তোরোস পর্বতমালা এশিয়া মাইনর অঞ্চলের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমানার প্রাকৃতিক প্রহরীরূপে কাজ করে বিধায় বাইজান্টাইন শাসকপরিবার এশিয়া মহাদেশের এই অঞ্চলটিকে নিজেদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি নির্বাচন করেছিল।

[দুই] শাম অঞ্চল

প্রাচীন শাম বা সিরিয়া একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম, যার বিস্তৃতি ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হতে মেসোপটেমিয়া (Mesopotamia) অঞ্চল পর্যন্ত। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন (ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলসহ পশ্চিম তীর ও গাজা) এবং আধুনিক সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশ ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চল ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও ১৯২১ সালে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত আঙ্কারা চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের যেসব এলাকা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয়,=

তুরস্কের বিভিন্ন অংশে, মিশরে এমনকি হিজায-ভূমিতেও ক্রুসেডারদের আক্রমণ; এখনো আমরা দেখছি ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, কাশ্মীর, বসনিয়া-হার্জোগোভিনা ও কসোভাসহ বিভিন্ন ইসলামি ভূখণ্ডে অব্যাহত হামলা ও আগ্রাসন। আমরা দেখছি নবোদ্যমে নানাবিধ কৌশলে সুদান, সোমালিয়া, লেবানন ও সিরিয়ায় আক্রমণের আয়োজন। মিশর, ইরান, পাকিস্তান বা তুরস্কও নীলনকশা ও লক্ষ্যবস্তুর বাইরে নয়।

অতীতে ক্রুসেড যুদ্ধের কালে আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনে বহিরাগত এক রাষ্ট্রসত্তার বীজ রোপণ করা হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে The Kingdom

---

=সেগুলোও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুরস্কের সানজাকে ইসকানদার (The Sanjak of Alexandretta) অঞ্চলও শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও আধুনিক মিশরের সিনাই উপদ্বীপ ও ইরাকের মসুল অঞ্চলের কিছু অংশও শাম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে পুরো সিনাই উপদ্বীপ ও সাইপ্রাসও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪ সালে রোমানরা শাম অধিকার করার বহু পূর্বে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল শাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অধিকারে চলে যায় এবং পরবর্তী সময়ে (পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত) সাসানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে শামের আয়তনে পরিবর্তন ঘটে এবং শাম ভূমধ্যসাগরের তীর হতে ফুরাত নদীর তীর পর্যন্ত এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বর্তমান সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশের অন্তর্গত দুমাতুল জান্দাল ছিল তৎকালীন শামের দক্ষিণ সীমান্ত আর উত্তর সীমান্ত ছিল দক্ষিণ তুরস্কের তোরোস পবর্তমালা। প্রাক-ইসলামি যুগ ও ইসলামি যুগে শাম বলে উল্লিখিত অঞ্চলকেই বোঝানো হতো।

বলাবাহুল্য, প্রাচীন শাম বা সিরিয়াকে আধুনিক সিরিয়া রাষ্ট্রের পরিসরে সীমাবদ্ধ মনে করলে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা সৃষ্টি হবে।

[তিন] ফিলিস্তিন অঞ্চল

ফিলিস্তিন মূলত শাম অঞ্চলেরই একটি অংশ। তবে ঐতিহাসিক পটভূমিসহ বিভিন্ন গুরুত্ব বিবেচনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় অঞ্চলটি আলাদাভাবেও আলোচিত হয়। অতীতে ফিলিস্তিন শব্দটি শাম অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের জন্য ব্যবহৃত হতো। শামের এ অংশটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থল এবং ইসলামি বিশ্বের দুই ডানার মিলনস্থল বিবেচনা করা হয়। ১৯২০ থেকে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ব্রিটিশ দখলদারিত্বের সময়ের পূর্বে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের সীমানা কখনোই নিখুঁতভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল না। বরং এর পূর্বে কালের পরিক্রমায় ফিলিস্তিনের সীমানায় বিভিন্ন সময়ই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে সাধারণত ফিলিস্তিন বলে পশ্চিমের ভূমধ্যসাগর হতে পূর্বের মৃত সাগর ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকেই বোঝানো হতো।

বিশ্বমানচিত্রে সবার উত্তরে এশিয়া মাইনর অঞ্চলের অবস্থান, তার দক্ষিণে শাম অঞ্চল এবং সবার দক্ষিণে ফিলিস্তিন অঞ্চল। [অনুবাদক]

of Jerusalem বা বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। আমরা দেখেছি রোপিত সেই ক্রুসেড রাষ্ট্রকাঠামো বছরের পর বছর সগৌরবে টিকে থেকেছে এবং পশ্চিমা ক্রুসেডারদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতায় পুষ্ট হয়ে তার পরিধি ও প্রভাব দিনে দিনে বিস্তৃত হয়েছে। ঠিক তেমনই বর্তমানে আমরা দেখছি, সেই ফিলিস্তিন-ভূমিতেই এক ইহুদি রাষ্ট্রের বীজ রোপণ করা হয়েছে এবং পশ্চিমা ক্রুসেডারদেরই সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে তার আয়তন ও প্রভাব দিনে দিনে আরও বিস্তৃত ও ভয়ংকর হচ্ছে।

ইতিহাসের পাতায় আমরা পড়েছি—উপনিবেশনীতিই ছিল ক্রুসেড যুদ্ধের মূল চালিকাশক্তি; ইউরোপের খ্রিষ্টানসমাজের নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলে ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে ছুটে এসেছিল যুদ্ধে জয়লাভ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে নয়; বরং নিজেদের সুপ্রাচীন নাড়ি ও শেকড়ের পরিচয় পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে বিজিত ভূখণ্ডের ভূ-মালিকানা লাভ করে সেখানেই বসতি স্থাপন করতে। আজ আমরা দেখছি, ইহুদি জাতি ঠিক একই কাজ করছে এবং না-ফেরার-সংকল্প লালন করে নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ পবিত্র ভূমিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের সেই চরম ক্রান্তিকালে আমরা আরব ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকের মাঝেই দেখেছি হীনম্মন্যতা ও পরাভব মানসিকতা, দেখেছি এমন কিছু লাঞ্ছনাকর আচরণের বহিঃপ্রকাশ, যার একটাই অর্থ করা যেতে পারে—ক্রুসেড আগ্রাসনের মোকাবিলায় মুসলিম জাতির প্রতিরোধশক্তির আশঙ্কাজনক ক্ষয় ও পতন। ঠিক তেমনই বর্তমানেও আমরা দেখছি সেই একই ধরনের হীনম্মন্যতা ও চেতনাশূন্যতা; যেন একই দৃশ্যের পুনঃমঞ্চায়ন! সেদিনের মতো আজও ইসলামি বিশ্বের অধিকৃত রাষ্ট্র ও অঞ্চলগুলোর আক্রান্ত-নির্যাতিত মুসলমানদের সহযোগিতায় কোনো বাহিনীকে অগ্রসর হতে বা কোনো নেতাকে উদ্যোগী হতে দেখা যায় না।

অতীত ইতিহাসে আমরা যেমন দেখেছি, শাম অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো যেন এক ও ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, যেন একজোট হতে না পারে মিশর ও শাম, ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে কোনো দুই মুসলিম নেতা, সেজন্য ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা প্রাণান্তকর অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কেননা, তারা যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, মুসলিম

শক্তির অনৈক্যের মাঝেই তাদের টিকে থাকা ও বেঁচে থাকার রহস্য নিহিত। ঠিক তেমনই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের যাপিত যুগের পশ্চিমা ক্রুসেড শক্তিও। আর এ প্রচেষ্টায় তারা বলতে গেলে শতভাগ সফল। তাই তো বিশ্ব মানচিত্রে এমন দুটি প্রতিবেশী মুসলিম দেশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যাদের মাঝে নেই কোনো বিরোধ ও সংঘাত!

এভাবে তুলনা করলে ক্রুসেডকাল ও বর্তমান কালের মাঝে অসংখ্য সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। আর তাই ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস আমরা যদি অধ্যয়ন করি বিস্তৃত পরিসরে, তাহলে অবশ্যই আমরা উপলব্ধি করব যে, আমরা যেন অতীতের কোনো ইতিহাস পাঠ করছি না; পাঠ করছি আমাদের যাপিত সময়ের বিবরণ, আমাদের বর্তমানের গল্প।

[চার]

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে আরও একটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। আর তা হলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল একটি ইস্যুতেও মুসলিম উম্মাহর কাঠামোর অভ্যন্তরে ফিকর ও চিন্তাগত, ফিকহ ও বিধানগত এবং আকিদা ও বিশ্বাসগত মতানৈক্য; অন্যভাবে বললে শিয়া-সুন্নি বিরোধ। ক্রুসেড যুদ্ধ মূলত আবর্তিত হয়েছিল শাম ও মিশর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আর এ দুটি অঞ্চলে তখন একদিকে সুন্নি সেলজুক পরিবার ও অপরদিকে শিয়া উবায়দি পরিবারের কর্তৃত্ব ছিল। আর তাই আমাদের বর্তমান কালের এবং আগামীর পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যের কার্যকারণসমূহ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চিত করেই যথেষ্ট সহায়ক বিবেচিত হবে।

[পাঁচ]

ক্রুসেডারদের সঙ্গে সংঘাতের ইতিহাস অধ্যয়ন আমাদের বর্তমানের জন্যই কেবল উপকারী নয়; বরং আমাদের ভবিষ্যতের জন্যও পাথেয়রূপে গণ্য হবে। কেননা, এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয় যে, কোনো কালেই এই সংঘাত শেষ হবে না, বিরোধ ও লড়াইয়ের চেতনা বিস্মৃত হবে না। হ্যাঁ, কখনো হয়তো স্তিমিত হবে, আবার কখনো নবোদ্যমে জোরদার হবে। এ সংঘাত চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদিসে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদিসে

হিলাল ও ছালিবের[৬] পারস্পরিক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সম্পর্কের চিত্র অব্যাহত থাকার বিষয়টি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদিস উল্লেখ করছি। হজরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ : خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ : لَا، وَاللهِ لَا نُخَلِّيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ، لَا يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُوْنَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ إِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِيْ أَهْلِيْكُمْ. فَيَخْرُجُوْنَ؛ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَه لَانْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ؛ وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِه، فَيُرِيْهِمْ دَمَه فِيْ حَرْبَتِه»

কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না রোমান সেনাবাহিনী (শামের অন্তর্গত) আ'মাক বা দাবিক নগরীতে অবতরণ করবে। তখন মদীনা হতে সমকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলায় বের হবে। উভয় দল যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর পর রোমানরা বলবে, 'তোমরা ওই সমস্ত লোকদের পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের বন্দি করেছে; আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' মুসলমানগণ উত্তর দেবে, 'না, আল্লাহর শপথ! আমরা কক্ষনো আমাদের ভাইদের তোমাদের জন্য পৃথক করে দেব না।' অতঃপর মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ পালিয়ে যাবে; আল্লাহ তাআলা কক্ষনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে; তারা আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম শহিদ বিবেচিত হবে। আর

---

৬. হিলাল, ক্রিসেন্ট বা নবচন্দ্র ইসলামের প্রতীক হিসেবে এবং ছালিব, ক্রুশ বা কাষ্ঠদণ্ড খ্রিষ্টবাদের প্রতীক হিসেবে প্রসিদ্ধ। [অনুবাদক]

এক-তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে; জীবনে কখনো তারা (কুফরির) ফিতনার শিকার হবে না। তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারি যায়তুন গাছে ঝুলিয়ে রেখে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে। ইত্যবসরে শয়তান তাদের মাঝে চিৎকার করে বলতে থাকবে, 'দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মাঝে চলে এসেছে।' এ কথা শুনে মুসলমানরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ তা ছিল মিথ্যা সংবাদ (গুজব)। তারা যখন শামে পৌঁছবে, তখন তার (দাজ্জালের) আবির্ভাব হবে। মুসলিম বাহিনী যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধ হতে শুরু করবে, তখন নামাজের সময় হবে। অতঃপর ঈসা বিন মরিয়ম অবতরণ করবেন এবং নামাজে ইমামতি করবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হতে শুরু করবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা তাকে এমনিই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে বিগলিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যেত। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ঈসার হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং সবাইকে তার বর্শায় দাজ্জালের রক্ত দেখিয়ে দেবেন।[৭]

---

৭. ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৯৭, হাকিম, *মুসতাদরাকে হাকিম*, হাদিস নং ৮৪৮৬ ও ইমাম ইবনে হিব্বান আল-বুসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৮১৩। আলোচ্য হাদিসটির কিছু কিছু অংশের মর্ম উপলব্ধি করা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিধায় শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তকি উসমানি দা. বা.-কৃত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ '*তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*' (৬/২৩১-২৩৫) হতে নির্বাচিত কিছু অংশের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হলো। [অনুবাদক]

আ'মাক : এটি একটি স্থানের নাম। আল্লামা তীবি রহ. মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১০/৭৮) তুরিবিশতি রহ.-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, 'এটি মদিনার প্রান্তে অবস্থিত একটি স্থান।' অপরদিকে নববি রহ. উল্লেখ করেছেন, 'এটি আলেপ্পোর নিকটবর্তী একটি স্থান।' ইয়াকুত আল-হামাবির মত দ্বিতীয় উক্তিটিকে সমর্থন করে। তিনি বলেছেন, 'এটি আলেপ্পো ও এন্টিয়কের মাঝে অবস্থিত দাবিকের নিকটবর্তী ছোট একটি বসতি।' (*মুজামুল বুলদান*, ১/২২২)।

দাবিক : এটিও একটি স্থানের নাম। তুরিবিশতি রহ. এর পরিচিতি-ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'এটি মদিনার নিকটবর্তী খেজুরকুঞ্জবিশিষ্ট একটি বাজারের নাম।' কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ এর বিপরীত। ইয়াকুত আল-হামাবি *মুজামুল বুলদান* গ্রন্থে (৩/৪১৬) বলেছেন, 'এটি আলেপ্পোর নিকটবর্তী আযায অঞ্চলভুক্ত একটি গ্রাম। আলেপ্পো থেকে দাবিকের দূরত্ব চার ফরসখ।'=

=তখন মদিনা হতে ... একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলায় বের হবে : আবী রহ. বলেছেন, 'মদিনা শব্দটি দ্বারা মদিনাতুন্নবী উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, (আরবি) মদিনা শব্দটি উক্ত নগরীর নামে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে হাদিসের পূর্বাপর বর্ণনাধারা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য শামের কোনো নগরী।' আলি ক্বারি রহ. *মিরকাত* গ্রন্থে (১০/১৪৬) উল্লেখ করেছেন, "ইবনুল মালাক বলেছেন, 'এক মত অনুসারে এর (মদিনা) দ্বারা উদ্দেশ্য আলেপ্পো। আর আমাক ও দাবিক তো আলেপ্পোরই নিকটবর্তী দুটি স্থান। আরেক মতানুসারে এর দ্বারা উদ্দেশ্য দামেশক নগরী।' ইবনুল মালাক-ই *মাবারিকুল আযহার* গ্রন্থে বলেছেন, 'মদিনা দ্বারা মদিনাতুন্নবী উদ্দেশ্য হওয়ার মতটি দুর্বল। কারণ, হাদিসের শেষাংশে এ নির্দেশনা রয়েছে যে, রোম অভিমুখে বের হওয়া বাহিনী দ্বারা উদ্দেশ্য মাহদির বাহিনী।' ...।"

যারা আমাদের লোকদের বন্দি করেছে; আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব : আলোচ্য অংশের سبا শব্দটিকে কেউ কেউ 'সীন' ও 'বা' অক্ষরে যবর চিহ্নযোগে কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে বাক্যটির অর্থ হলো, 'আমরা শুধু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা ইতিপূর্বে আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং আমাদের সন্তানদের বন্দি করেছে।' মূলত তারা এ কথা বলে যেসব মুসলমান ইতিপূর্বে তাদের ভূখণ্ডে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তাদের প্রতি কৃত্রিম হৃদ্যতা প্রকাশ করবে এবং তাদেরকে প্রবঞ্চিত করে মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে।

অন্যদের মতে হাদিসের উক্ত শব্দটি 'সীন' ও 'বা' অক্ষরে পেশ চিহ্নযোগে কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মতে বাক্যটির অর্থ হলো, 'আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই, যারা ইতিপূর্বে আমাদের দলভুক্ত ছিল, এরপর মুসলমানরা তাদের বন্দি করে নিয়ে এসেছে, এরপর কিছুদিন ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থান করে তারা মুসলমান হয়ে গেছে এবং পরবর্তী সময়ে তারা আমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে শুরু করেছে।'

কাজি ইয়াজ রহ. প্রথম মতটিকে সঠিক বলেছেন। কিন্তু আল্লামা নববি রহ. বলেছেন, 'আমার মতে উভয় মতই সঠিক। কারণ, তারা প্রথমে বন্দি হয়েছে, এরপর কাফিরদের বন্দি করেছে। আমাদের বর্তমান যুগে এমন অনেক মানুষই আছে। বরং শাম অঞ্চল ও মিশরের ইসলামি বাহিনীসমূহের অধিকাংশ সদস্য প্রথমে বন্দি ক্রীতদাস ছিল; এখন তারাই (ইসলামে দীক্ষিত হয়ে) কাফিরদের বন্দি করছে। ....'

আল্লাহ তাআলা কক্ষনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না : অর্থাৎ মুসলিম জামাতের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য রোমকদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে যাবে। এরপর তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের গুনাহ থেকে তাওবার তাওফিক হবে না এবং আমলনামায় এ গুনাহ নিয়েই তারা মারা যাবে। আলি ক্বারি রহ. *মিরকাত* গ্রন্থে (১০/১৪৭) বলেছেন, 'হাদিসে এ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা কাফির অবস্থায় মারা যাবে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।'

তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে : কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল। হাদিসের এ অংশটি বাহ্যত এ কারণে দুর্বোধ্য মনে হয় যে, ইতিহাস-বিখ্যাত উসমানি সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (বহু বছর পূর্বে) ৮৫৭ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে=

[ছয়]

উম্মাহর ইতিহাসের এই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি অধ্যয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক ও কার্যকারণ হলো—ইতিহাসের এই অধ্যায়টিতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে। সে সময়কার ঘটনাপ্রবাহের সাহিত্যমূল্য এবং লেখক, সংকলক ও

=কনস্টান্টিনোপল জয় করেছেন এবং তখন থেকে এখনো পর্যন্ত সেখানে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বজায় আছে। কিন্তু কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর তো (দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও) এখনো দাজ্জাল আবির্ভূত হয়নি। অথচ হাদিসের বাহ্যিক বর্ণনাভঙ্গিতে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানরা কনস্টান্টিনোপল জয় করে শামে ফেরার অব্যবহিত পরেই দাজ্জাল আবির্ভূত হবে?!

এই প্রশ্নের উত্তর দু-ভাবে দেওয়া যায়।

১. হাদিসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল আবারও কাফিরদের দখলে চলে যাবে। এরপর মুসলমানরা তা পুনঃবিজয় করবে। শায়খ সাহারানপুরি রহ. *বাজলুল মাজহুদ* গ্রন্থে (১৭/২০৯) এ দিকে ইঙ্গিত করেই লিখেছেন, 'কনস্টান্টিনোপল বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য মাহদি কর্তৃক বিজয়।'

২. নবীযুগ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে কনস্টান্টিনোপল ছিল রোমান কাফিরদের রাজধানী। কাজেই আলোচ্য হাদিসে কনস্টান্টিনোপল দ্বারা বর্তমানে ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত কনস্টান্টিনোপল নগরী উদ্দেশ্য না হয়ে কাফির রাষ্ট্রসমূহের বড় কোনো রাজধানী উদ্দেশ্য হতে পারে। এ কারণেই হাদিসটির কোনো কোনো বর্ণনায় কনস্টান্টিনোপলের পরিবর্তে মদিনা (নগরী) শব্দটি এসেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে *সুনানে আবু দাউদ* গ্রন্থের ৪২৯৬ নং হাদিস। ...।

এখানে এ বিষয়টিও জ্ঞাতব্য যে, কিয়ামতের নিদর্শন-সংক্রান্ত হাদিসসমূহে কেবল সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা কিয়ামত সন্নিকটতার বিশেষ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসব নিদর্শন একটির পর আরেকটি এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাহ্যত মনে হবে, নিদর্শনগুলো কালের ব্যবধান ব্যতিরেকে অনবরত সংঘটিত হতে থাকবে। অথচ এমনটি ঘটা মোটেও অসম্ভব নয় যে, দুটি নিদর্শনের মাঝে বিরাট কালগত দূরত্ব থাকবে। ... সুতরাং আলোচ্য হাদিসের ভিত্তিতে সুনিশ্চিতভাবে এ দাবি করা যায় না যে, মহাযুদ্ধের পরপরই কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে বা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। বরং প্রত্যেক দুই ঘটনার মাঝে কয়েক বছরের বা কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানও হতে পারে।

তারা যখন শামে পৌঁছবে, তখন তার (দাজ্জালের) আবির্ভাব হবে : হতে পারে মুসলিম বাহিনীর শামে আগমন এবং দাজ্জালের আবির্ভাব কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরপরই হবে, আবার উভয় ঘটনার মাঝে কালগত বিরাট দূরত্বও হতে পারে; যেমনটি আমরা পূর্বে বলে এসেছি। বাহ্যত যদিও প্রথম সম্ভাবনাটি প্রকাশ পাচ্ছে; কিন্তু উভয় সম্ভাবনার কোনোটিকেই সুনিশ্চিত বলা যায় না।

সাহিত্যিকগণের এ বিষয়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে মুসলিম ও পাশ্চাত্য উভয় পক্ষ হতেই এ কাজটি হয়েছে।

এটি কারও অজানা নয় যে, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকগণ অনেক সময় ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতার প্রতি তেমন একটা গুরুত্বারোপ করেন না; বরং ঘটনাকে চমকপ্রদ করে তুলতে কাজে লাগবে বলে মনে হয়, এমন কিছু পেলেই তা কাহিনির সঙ্গে জুড়ে দেন। অনেক সময় তারা কাল্পনিক চরিত্রও সৃষ্টি করেন; আবার বাস্তব চরিত্রের জন্য সৃষ্টি করেন কাল্পনিক কাহিনি। উদ্দেশ্য কোনো দাবিকে দৃঢ়মূল করা কিংবা কোনো চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এর ফলে পাঠকের সামনে কিছুতেই প্রকৃত বাস্তবতা ফুটে ওঠে না; বরং পাঠক ও শ্রোতা লেখক-সাহিত্যিকের চিন্তাধারার গণ্ডিতে বন্দি হয়ে যায়।

এর বাইরে ইসলামি আদর্শকে কলুষিতকরণ, ক্রুসেডীয় চেতনাকে সমুন্নতকরণ এবং বাস্তবতা-বিবর্জিত পক্ষপাতমূলক তথ্য উপস্থাপনের বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেসব জালিয়াতি ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিকৃতি করা হয়েছে, তা তো রয়েছেই।

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে বড় জালিয়াতি করা হয়েছে তার নামকরণেই! যুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তী যুগসমূহে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিল না। এ নামটি মূলত প্রসিদ্ধি লাভ করে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতক ও তৎপরবর্তী সময়ে। এর পূর্বে এ যুদ্ধের জন্য সবাই অন্যান্য বিভিন্ন নাম যেমন : অভিযান, তীর্থযাত্রীদের অগ্রযাত্রা, পবিত্র ভূমির সফর, পবিত্র যুদ্ধ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করত। অষ্টাদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তীকালে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নতুন এ নামটি জনপ্রিয় করে তোলা হয়। যেহেতু 'ক্রুসেড' শব্দটি একটি মহৎ ও অভিজাত লড়াইয়ের ভাব ধারণ করে, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের চিত্র ফুটিয়ে তোলে এবং খ্রিষ্টান জাতির আত্মোৎসর্গের মর্ম প্রকাশ করে, তাই পরিকল্পিতভাবেই এ নামটি জনপ্রিয় করে তোলা হয়। অথচ নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ক্রুসেড অভিযানসমূহে কখনোই এসব চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি ছিল না। বরং প্রতিটি ক্রুসেড অভিযান ছিল হিংস্রতা ও কঠোরতা, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা এবং নিপীড়ন ও মানবতালঙ্ঘনের হাজারো দাস্তানে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজের ব্যাপক ও গণ-অনুভূতি হলো—এ যুদ্ধ ছিল মহৎ ও উন্নত লক্ষ্য-

উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কৃত সম্পূর্ণ মহান এক যুদ্ধ, যাতে ব্যবহৃত হয়েছিল মহৎ ও কল্যাণকর বিভিন্ন উপকরণ-মাধ্যম। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ যে ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনকে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে অভিহিত করেছেন, তার উদ্দেশ্যও এখান থেকে সহজে প্রতিভাত হয়।[৮] তিনি এই শব্দযুগল ব্যবহারের মাধ্যমে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন কোনো আক্রমণাত্মক বা বৈরিতাপূর্ণ প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তিনি নিজে এবং আমেরিকান ও অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী যে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অধিকারী, তারই বহিঃপ্রকাশ! এর মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিটি খ্রিষ্টান জাতিগোষ্ঠীর কাছে এই বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যে, এটি একটি মহৎ ও কল্যাণকর যুদ্ধ। আমেরিকা মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যেই এত ত্যাগ স্বীকার করে এ যুদ্ধ শুরু করেছে!

পরিভাষাগত এই মারাত্মক বিভ্রান্তি ও বিকৃতি সত্ত্বেও বাস্তবতা হলো, এর থেকে বের হয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত শেষ প্রজন্মের অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকের অধ্যয়ন ও শিক্ষাগ্রহণ ইউরোপীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে হওয়ায় তারা কোনো প্রকার প্রতিরোধ করা ব্যতিরেকেই ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ, ইতিহাস-বিভাজন এবং ইতিহাস বর্ণনার ভাষা ও পরিভাষা সবকিছু গ্রহণ করে নিয়েছে। সুতরাং আমরা যদি প্রথম সাম্রাজ্যবাদী অভিযান, পশ্চিম ইউরোপের অভিযান, খ্রিষ্টানদের যুদ্ধ কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো পরিভাষা ব্যবহার করি, তা অনেকের কাছেই মোটেও বোধগম্য ও কার্যকর হবে না। 'ক্রুসেড যুদ্ধ' পরিভাষায় আচ্ছন্ন-মস্তিষ্ক এসব পরিভাষা শুনে নিশ্চিতভাবেই এমন কোনো যুদ্ধ-ইতিহাস বা ঘটনাপ্রবাহের প্রতি ধাবিত হবে, যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র এই কারণেই উক্ত নামকরণ আমাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা নিরুপায় হয়েই আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম '*ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*'-ই রেখেছি।

---

৮. প্রেসিডেন্ট বুশের এ জাতীয় উক্তিসমূহ সম্পর্কে জানতে দেখুন : https://bit.ly/2ZyH9m4। [অনুবাদক]

[সাত]

আলোচ্য বিষয় অধ্যয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো ক্রুসেডারদের এই হিংস্র আগ্রাসনের পেছনে কী কী কারণ, কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকা কার্যকর ছিল তার সঠিক বিশ্লেষণ করা। কারণ, ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ ধর্মীয় চেতনাকেই ক্রুসেড অভিযানের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারও কারও মত হলো, অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নই ছিল ক্রুসেড অভিযানের মূল অনুপ্রাণিকা। তৃতীয় আরেক দলের মত হলো, প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধের মূল কার্যকারণ ছিল রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। চতুর্থ দলের বিশ্লেষকগণ নৈতিক ও চারিত্রিক বিভিন্ন অবক্ষয়কে এর কার্যকারণ সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ ছাড়াও ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষকগণের আরও কিছু দল-উপদল আছে, যারা ওপরের দুটি, তিনটি বা সবকটিকেই কার্যকারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অধিকন্তু কোনটি প্রধান কারণ, আর কোনটি কার্যকারণ—তা নির্ণয়েও আছে নানা মুনির নানা মত।

অর্থাৎ ইতিহাস বিশ্লেষকগণের চিন্তা, মেধা ও প্রচেষ্টা এ যুদ্ধের কার্যকারণ নির্ণয়ে যথেষ্ট কাজ করেছে এবং প্রত্যেক বিশ্লেষক ও পাঠকের মেধাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় পটভূমির আলোকে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছে।

[আট]

আমাদের এই গবেষণাকর্মের আরেকটি লক্ষ্য হলো ইসলামি ইতিহাসের মহান মনীষী ও মুজাহিদগণের অনেকের সংগ্রামী জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে সুস্পষ্ট করা। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যারা মোটামুটি ধারণা রাখে, তাদের সিংহভাগই মনে করে যে, ক্রুসেডীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সকল কৃতিত্ব একমাত্র মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ছিলেন ইসলামি ইতিহাসের অনন্যসাধারণ এক সংগ্রামী মুজাহিদ, ক্ষণজন্মা এক সমরনায়ক; কিন্তু ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের অবিস্মরণীয় ইতিহাসে তিনিই একমাত্র অগ্রনায়ক নন। তার পূর্বে যেমন অনেক মহান বীরপুরুষ এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, আঞ্জাম দিয়েছেন তার পরেরও অনেকে। অথচ

অধিকাংশ মুসলমান তাদের নামও জানে না। মহান মুজাহিদ মওদুদকে কয়জন চেনে? কয়জন চেনে সুকমান বিন উরতুককে? কতজন জানে আক সুনকুর-এর পরিচয় ও ইতিহাস? এমন আরও কত মহান মুজাহিদ রয়েছেন, ক্রুসেড ইতিহাসে যাদের নিবেদন ও অবদান অবিস্মরণীয়। বরং ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ শাহসওয়ার যারা—ইমাদুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন মাহমুদ বা নাজমুদ্দিন আইয়ুব প্রমুখ মুসলিম বীরদের জীবনবৃত্তান্তই জানা আছে কয়জনার?!

এই গবেষণাপত্র আমাদের সামনে এ বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত করবে যে, ইসলামি ভূখণ্ডকে ক্রুসেডারদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যে কর্মপ্রচেষ্টা সাধিত হয়েছে, তা গুটিকয়েক ব্যক্তির প্রচেষ্টা নয়; বরং একটি সম্মিলিত ও জাতীয় প্রচেষ্টা। এ বিষয়টিও সুপ্রমাণিত হবে যে, আমাদের ইতিহাসে এমন অনেক নিভৃতচারী ধর্মীয় ব্যক্তি রয়েছেন, কোনো মানুষ যাদের কথা ভাবেও না। প্রমাণিত হবে, মুসলিম উম্মাহ কল্যাণের পথে ছিল-আছে এবং থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

[নয়]

ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলমানদের ভূখণ্ড মুক্ত করতে আলিমসমাজেরও যে বিরাট ভূমিকা আছে, তা ঐতিহাসিকগণের অনেকেই উপেক্ষা করেন এবং এড়িয়ে যান। তাদের আলোচনায় উল্লেখ থাকে কেবল রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি ও যোদ্ধাদের ভূমিকা ও অবদানের কথা এবং যুদ্ধ ও সামরিক তৎপরতার বিবরণ। অথচ এটি সম্পূর্ণই বস্তুনিচয়ের স্বভাব-প্রকৃতি এবং মুসলিম উম্মাহর সংস্কার ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শাশ্বত রীতির বিরোধী। সুন্নাতুল্লাহ ও শাশ্বত রীতির সুদৃঢ় সংযোগ ও সংশ্লিষ্টতা তো আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন, প্রায়োগিক জীবনে শরিয়তের বাস্তবায়ন, হালাল ও ন্যায়ের প্রতি আগ্রহ এবং হারাম ও অন্যায়কে প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে। আর প্রতিযুগে এ দায়িত্বটি আঞ্জাম দিয়েছেন উম্মাহর একনিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসেও এমন আলিমের সংখ্যা অনেক। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লেখক ও বিশ্লেষক তাদের প্রতি গুরুত্ব নিবদ্ধ করেছেন। অথচ ক্রুসেড যুদ্ধ-ইতিহাসে তাদের ভূমিকা ও অবদান উপলব্ধি করা এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা ব্যতীত আমরা কিছুতেই জাতির নির্মাণ ও বিনির্মাণের পথ এবং সংকট হতে নিষ্কৃতি ও উত্তরণের পদ্ধতি উপলব্ধি করতে পারব না।

[দশ]

ক্রুসেড যুদ্ধ-ইতিহাস অধ্যয়নের আরেকটি কারণ হলো, এ যুদ্ধের সৃষ্ট প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ ও দীর্ঘমেয়াদি। এ যুদ্ধের প্রভাব কেবল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার দুইশ বছরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; এরপরও দীর্ঘ কাল ধরে এর প্রভাব কার্যকর ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কয়েক বছর নয়; কয়েক শতাব্দী বিস্তৃত। বরং আমরা আমাদের এই বর্তমান যুগেও ক্রুসেড যুদ্ধের তিক্ত প্রতিক্রিয়া ভোগ করছি। সম্ভবত এই যুদ্ধের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও সরাসরি প্রভাব হলো সুমহান ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রা থমকে যাওয়া। ইসলামি সভ্যতা যখন উপনীত হয়েছিল মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে এবং ছড়িয়ে পড়ছিল আপন অনুপম রূপ-গুণ ও মাধুর্য নিয়ে, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল খ্রিষ্টান ক্রুসেড শক্তি। তখন সবকিছু বাদ দিয়ে মুসলিম উম্মাহ তার যাবতীয় শক্তি ও প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রেখেছিল প্রতিরোধ যুদ্ধে; এ কাজেই ক্ষয় ও নিঃশেষ করেছিল নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্যটুকু। ফলে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম জাতি যেভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছিল, হঠাৎ করেই যেন তা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

ক্রুসেড আগ্রাসনের কারণে শুধু যে ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রা স্থগিত হয়ে গেছে তা-ই নয়; আরেক দিক থেকেও হয়েছে উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি। ভয়াবহ ক্রুসেড যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইসলামি ভূখণ্ডগুলো থেকে, বিশেষ করে আন্দালুস উপদ্বীপ ও সিসিলি[৯] দ্বীপ থেকে, কখনো শাম অঞ্চল থেকে ক্রুসেডার শক্তি লুট করে নিয়ে গেছে 'তুরাসুল ইসলামি' ও সুমহান ইসলামি জ্ঞানসম্পদ। এরপর তারা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও গুরুত্বের সঙ্গে সেগুলোর অনুবাদ শুরু করেছে এবং নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সেগুলোর

---

৯. সিসিলি : সিসিলি (Sicily) ভূমধ্যসাগরের সর্ববৃহৎ দ্বীপ। পার্শ্ববর্তী আরও কিছু ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে বর্তমানে এটি ইতালির একটি সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। সমৃদ্ধ ও বিরল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী সুপ্রাচীন সিসিলি দ্বীপে ইসলামি বিজয়াভিযানের প্রথম যুগেই অভিযান পরিচালিত হয় এবং বিজিত হয়। এরপর কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন সময় দ্বীপটির ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব হাতছাড়া যেমন হয়েছে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। সর্বশেষ ১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে নরম্যানদের হাতে সিসিলির পতন ঘটে। মধ্যযুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিসিলি দ্বীপ বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। আরবিতে দ্বীপটিকে صِقِلِّيَة (সিকিল্লিয়া) বলা হয়। [অনুবাদক]

অধ্যয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপিয়ান সভ্যতার মূল ভিত্তি নিঃসন্দেহে সেই 'চুরি-করা জ্ঞানসম্পদে'র ওপরই স্থাপিত।

আজ আমরা দেখছি, এই পরিবর্তনগুলোর কারণে মানবতার গতিপথই বদলে গেছে। একটি জাতি দিনে দিনে পতন ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছে, আরেকটি জাতি উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে। স্বীকার করি, এটিই মুসলিম উম্মাহর চলমান সংকটের একমাত্র কারণ নয়; কিন্তু নিশ্চিত করেই এটি সংকটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ।

আর হয়তো একে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনা-পর্যালোচনা মাঝেমধ্যেই চলে যাবে ইসলামি বিজয়াভিযানের ইতিহাসের দিকে। প্রসঙ্গক্রমেই আসবে ক্রুসেড অভিযান ও ইসলামি বিজয়াভিযানের তুলনা। কত পার্থক্য দুটির মাঝে! কার্যকারণ ও চালিকাশক্তি, মাধ্যম ও উপকরণ এবং প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল—সব বিচারেই দুয়ের মাঝে আকাশপাতাল তফাত।

ইসলামি বিজয়াভিযানের কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকা ছিল জনসাধারণের স্কন্ধমূল থেকে নিপীড়ন ও অনাচারের জোয়াল অপসারণ করা এবং কোনো প্রকার জবরদস্তি ও বাধ্যবাধকতা ব্যতীত সকলকে সুমহান ধর্ম ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করা। আবার অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামি বিজয়াভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি ভূখণ্ড ঘিরে-থাকা বিভিন্ন বিধর্মী শক্তির বেপরোয়া সীমালঙ্ঘন থেকে আত্মরক্ষা করা।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপায়-উপকরণ ও নীতি-আদর্শ অবলম্বনের ক্ষেত্রেও ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহ ছিল আভিজাত্যের সর্বোচ্চ স্তরের নমুনা। সম্ভবত মুসলিম উম্মাহই একমাত্র জাতি, যারা জানে যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ-আচরণনীতির মর্ম। ইসলামি বিজয়াভিযান ও ক্রুসেড অভিযানের মাঝে মোটা দাগের একটি পার্থক্য হলো, ইসলামি অভিযানসমূহ বিজিত অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকদের কষ্টপ্রদান হতে পুরোপুরি মুক্ত। এ ছাড়াও যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে সদাচরণ, শত্রুপক্ষের সেনাপতি ও নেতৃবৃন্দ বন্দি হলে তাদের সঙ্গে উদার, মহৎ ও অনুপম আচরণ ইত্যাদি তো আছেই।

ইসলামি বিজয়াভিযানের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলও অন্যান্য জাতির যুদ্ধাভিযানের ফলাফল হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য জাতির যুদ্ধাভিযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে প্রতিপক্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে ফেলা এবং মানবতার অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ ও স্তিমিত করা। অপরদিকে মুসলিম অভিযাত্রীদের সংকল্প ও আকাঙ্ক্ষা থাকে জ্ঞানের প্রসার ও গুণের বিকাশ এবং বিজিত জনগোষ্ঠীকে হাতে ধরে উন্নতি-অগ্রগতির মহিমান্বিত স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

নিরপেক্ষ যে কেউ তাকাতে পারে ইসলামপূর্ব আন্দালুস ও ইসলামি আন্দালুসের দিকে।

অধ্যয়ন করতে পারে ইসলামপূর্ব মিশর ও ইসলাম-পরবর্তী মিশরের ইতিহাস।

অবলোকন করতে পারে ইসলামপূর্ব মাগরিব[১০] ও ইসলামি মাগরিব অঞ্চলকে।

বুখারা, সমরকন্দ, শাম ও ইয়ামেনের বিভিন্ন অঞ্চল এবং আরও অনেক দেশের ইসলামপূর্ব পরিস্থিতি এবং ইসলামের আগমনপরবর্তী পরিস্থিতি

---

১০. বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্র মরক্কোকে আরবিতে 'মাগরিব' বলা হলেও অতীতে মাগরিব বলে উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বোঝানো হতো। বর্তমান মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত, সেগুলোকে বলা হতো 'মাগরিব'। ব্যাপকতর অর্থে কেউ কেউ লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত ধরতেন। অ্যাটলাস পর্বতমালা ও সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি ছিল আফ্রিকার অন্যান্য অংশ থেকে তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন।

এরপর হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী হতে আরবগণের ভাষা-ব্যবহারে মাগরিব অঞ্চলকে তিনভাগে বিভক্তিকরণ পাওয়া যায়—১. (আল-মাগরিবুল আদনা) নিকট-মাগরিব অঞ্চল ২. (আল-মাগরিবুল আওসাত) মধ্য-মাগরিব অঞ্চল ও ৩. (আল-মাগরিবুল আকছা) দূর-মাগরিব অঞ্চল।

আল-মাগরিবুল আদনার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে ত্রিপোলি হতে পশ্চিমে বিজায়া নগরী পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও পূর্ব আলজেরিয়াজুড়ে। আল-মাগরিবুল আওসাতের বিস্তৃতি ছিল পূর্বে তিয়ারিত নগরী হতে পশ্চিমে মাওলাওয়া নদী (The Moulouya River) ও তাজা (Taza) পর্বতমালা পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান আলজেরিয়ার বাকি অংশ ও মরক্কোর কিছু অংশজুড়ে। আর আল-মাগরিবুল আকছার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে মাওলাওয়া নদী হতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় যার অবস্থান মরক্কো রাষ্ট্রজুড়ে। [অনুবাদক]

অধ্যয়ন করতে পারে যেকোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি।

সর্ব বিবেচনায় এবং সকল মানদণ্ডে ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহ ছিল মানবিক সভ্যতার ধারক ও পরিবাহক।

ক্রুসেড যুদ্ধ-ইতিহাসে আমরা কখনো এর ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাইনি; পাইনি অন্য এমন কোনো বিজয়াভিযানে, যা কোনো বিশুদ্ধ ধর্ম বা সুদৃঢ় নীতির দ্বারস্থ হয়নি।

* * *

ড. রাগিব সারজানি

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস

২য় খণ্ড

মওদুদ বিন তুনতেকিন থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকি

অনুবাদ

সাদিক ফারহান

সম্পাদনা

আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

।। অর্পণ।।

পরমপ্রিয় উসতাদ
মাওলানা জাফর আহমাদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ
—এর দস্ত মুবারকে
কিতাবের কালো হরফ ছাপিয়ে,
যিনি হৃদয়ের শিক্ষক।

—সাদিক ফারহান

অনুবাদকের কথা

ইতিহাসের গলি-ঘুপচিঘোরা বোদ্ধা পাঠক নয় কেবল, সাধারণ ঈমানদার মুসলিম মাত্রেরই জানা আছে ক্রুসেডের কথা; আবহমানকাল ধরে চলে আসা এক রক্তপিচ্ছিল অতীতের কথা। ধর্মীয় চেতনা ও বিরোধকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এ যুদ্ধ সময়ের অতিবাহনে পরিণত হয় সাম্রাজ্য দখলের অতৃপ্ত নেশায়। এরপর ইউরোপিয়ানদের চার্চকেন্দ্রিক ঘৃণ্য রাজনৈতিক খেল হয়ে ওঠে এই ধর্মধর্ম লড়াই। যেখানে সকল শিরক, বাতিল ও অপশক্তির একমাত্র বিরোধীদল হিসেবে সটান হয়ে রয় ইসলাম। বহু দিকপাল ও জগৎজয়ীর মেধা, বুদ্ধি ও রক্তের উপর দিয়ে, মুসলমানদের শিবিরে বারবার লাল হয়ে ওঠে বিজয়ের পতাকা।

কেবল সাধারণ পাঠের কোনো সাবলীল বিলাস নয়, বরং ক্রুসেড মানে আগামীর পথনির্মাণের অনন্য মানচিত্র; দীর্ঘ অতীতের ভয়ংকর এবং সর্বমুখী আগ্রাসনের এপিঠ-ওপিঠ খতিয়ান। কালের দাবি ও সময়ের যৌক্তিকতায় বর্তমানে যা রক্তাক্ত ও বিক্ষত উম্মাহর বিজয়মন্ত্রের অন্যতম উপাদেয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমরনীতি ও আদর্শ; সবক্ষেত্রেই নব্যক্রুসেডীয় আগ্রাসন রোধে 'ফেলে আসা' এ রোমহর্ষক ইতিহাস হতে পারে আমাদের সময় বদলের ধারালো হাতিয়ার। এর পাঠ থেকে উদাসীন হলে; ভ্রান্ত, বিচ্যুত বা বিস্মৃত হলে—ধেয়ে আসা ঢেউয়ের শক্ত আঘাতে আমাদের হারিয়ে যেতে হবে বাতিলের অতলে; বা পুড়ে ছাই হতে হবে সর্বগ্রাসী পশ্চিমা অনলে।

ইতিহাসের অমোঘ ও অনস্বীকার্য এক বাস্তবতা হলো, নানান শিরোনাম সাঁটানো কথিত আধুনিক ও যুগোপযোগী পাশ্চাত্য সভ্যতা, বিশ্ববাসীর জন্য আজ অবধি সত্যিকারার্থে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। কারণ তাদের মূল বিশ্বাস ও ধারণা হলো, যেকোনো মূল্যে মানবজাতিকে তাদের প্রকৃত প্রভু ও প্রভাবক থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। আর সৃষ্টিকে স্রষ্টা থেকে দূরে সরানোর অর্থ অনেকটা গাছ রেখে গাছের মূল শেকড় কেটে ফেলার মতো। মহান প্রভুর দাসত্ব ছেড়ে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের দাস হয়ে

ওঠার নিকৃষ্ট আহ্বানে, তারা মূলত শতাব্দীকাল ধরে এটাই করে আসছে। অতীতের সেই ভয়ংকর ও আত্মঘাতী আদর্শকেই, নতুন নামে, আধুনিক মোড়কে ও আকর্ষণীয় শিরোনামে, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিভাষায় ফেরি করে হাজির হয়েছে নব্য ক্রুসেডারের দল। পক্ষান্তরে সূচনার উষাকাল থেকেই ইসলামি সভ্যতার মূল লক্ষ্য হলো, মানবজাতিকে তাগুতের দাসত্ব হতে বের করে এক আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনা। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে ইসলাম এর অসংখ্য প্রমাণ ও কর্ম, পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করেছে।

সুতরাং দুটি বিপরীতমুখী সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি বা মতবাদ কখনোই একসাথে চলতে পারে না। আবশ্যিকভাবেই তাই যেকোনো একটিকে অপরটির উপর বিজয়ী হতে হয়েছে। বাহু ও বুদ্ধির বলে ধরাশায়ী করতে হয়েছে অপরপক্ষের অস্ত্র ও চেতনার ধার। বলাবাহুল্য—সভ্যতার এ আমৃত্যু লড়াইয়ে ইসলামকে বিজয়ের আসনে বসাতেই আয়োজিত হয়েছিল আমাদের অতীতের পাঠশালা। যুগের ক্রুসেডারদের শক্ত মোকাবিলা করে, আজও তাই আমাদেরকেই এগিয়ে যেতে হবে সর্বাগ্রে ও সম্মুখসমরে। কেননা, ইতিহাস সাক্ষী, পার্থিব জীবন-জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিগত সময়ে কেবল মুসলমানদের হাতেই নিরাপদ ছিল। যখনই ক্ষমতা অন্যদের হাতে চলে গেছে, ভূরাজনৈতিক শঠতা ও চক্রান্তের ফাঁদে যখনই তারা নিয়ন্ত্রণের লাগাম তুলে নিয়েছে, তখন থেকেই তারা ছিল অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মূল কারিগর।

সন্দেহ নেই, মুসলিম উম্মাহ আজ এক মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। জাগরণমুখী এ জাতিকে অবদমিত করে রাখার লক্ষ্যে পশ্চিমাবিশ্ব মুসলমানদের পায়ে পায়ে পরিয়ে দিয়েছে ষড়যন্ত্রের শেকল। চতুষ্পার্শ্ব থেকে জাপটে ধরা এ লাগাম ছাড়িয়ে, স্বমহিমায় জ্বলে ওঠা নিতান্ত সহজ কাজ নয়। বরং মুক্তি পেতে হলে হাঁটতে হবে যুক্তি ও শক্তির পথে। শত্রুকে ময়দানে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য মদদের লোভে আকাশপানে চেয়ে থেকে লাভ হবে না কোনো। বরং তাদেরকে পরাজিত করতে চোখের সামনে মেলে ধরতে হবে অতীতের জানালা। পাথর ও মুক্তোকে আলাদা করে মগজে বসাতে হবে সময়ের রূপরেখা। সর্বোপরি 'ইদাদ' ও 'ইসতিদাদ' যথাযথ হলেই তবে, আমাদের ঘরে উঠবে বিজয়ের সোনালি ফসল।

ধর্মের সাথে ধর্মের এ সংঘাত আজকের নতুন কিছু নয়। সাম্রাজ্য দখলের ঘৃণ্য লালসার রক্তস্নাত এ বৈরিতা যুগ যুগ ধরে চলে আসা এক চরম বাস্তবতা। যুগান্তরের চাহিদাকে মাথায় রেখে, মুক্তি ও বিজয়ের আশায়, নবি-সাহাবার বাতানো পথে চূড়ান্ত সাফল্যের প্রেরণায়, অস্ত্র হাতে চোখ-কান খোলা রেখে লড়ে গেছেন ইতিহাস-বিজয়ী আমাদের সাহসী বীর সৈনিকেরা। কাজেই হতাশা নয় কোনো, বর্তমানের 'মহাক্রান্তিকাল' অতিক্রম করে আমাদেরকেও ঘুরে দাঁড়াতে হবে শীঘ্রই; ঠিক যেমনিভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন আমাদের পূর্বসূরি শার্দূলেরা। তবে তারই জরুরতে জানতে হবে, 'যাদের নিয়ে গর্ব মোদের' তারা কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সমসাময়িক ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে; মুসলমানদের সম্ভ্রম রক্ষার সংগ্রামে কী ঘটেছিল তাদের সাথে, কতটা তার সোনা কতখানি খাদ, কোথায় ছিল সাফল্য আর কোথায় পাতা ছিল ভয়ংকর ফাঁদ। জয়-পরাজয়, শক্তি ও দুর্বলতার সে-সব দুর্দান্ত সময়ের সবটুকু ধারণ করেই, দুর্গম আগামীর জন্য প্রস্তুত হতে হবে আমাদের।

অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে সুদীর্ঘকালের ক্রুসেড নিয়ে যুগে যুগে কলম ধরেছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক এবং শব্দশ্রমিকেরা। যুগমানসের দাবি ও উপযোগিতাকে সামনে রেখে, নতুনভাবে সাজিয়েছেন এর ভাষাগত শব্দবন্ধন। উম্মাহর চিরজাগরণী সুর ও সার হিসেবে, কোনো কালেই ক্রুসেডেতিহাসের আবেদন রুক্ষ হয়নি। ফলত সময়ের পালাবদলে এবং লেখকের হাতবদলে ক্রুসেডের রচনা ছিল একটি যৌক্তিক ও চলমান তৎপরতা।

সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান আরববিশ্বের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক, লেখক, চিন্তক ও গবেষক ড. রাগিব সারজানি যুগ-প্রয়োজনীয়তার অনুভবে চুলচেরা বিশ্লেষণে তুলে এনেছেন ক্রুসেডের বিস্তারিত বয়ান। স্বভাবজাত রীতি অনুযায়ী তিনি শুধু ইতিহাসের তরতরে বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং প্রতিটি ঘটনা ও সিদ্ধান্তকে দাঁড় করিয়েছেন বিবেকের কাঠগড়ায়; পয়েন্টে পয়েন্টে তুলে এনেছেন একাধারে তার সার-সর, গাদ ও খাদের সবটুকু। অতীতের স্পষ্ট ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের স্বচ্ছ ধারণাকে সামনে রেখে, যেখানে পাঠকের জন্য থাকছে সঠিক ও সরল বর্তমান গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ।

বইটি আমার আনুষ্ঠানিক অনুবাদের প্রথম পরিবেশনা বলা যেতে পারে। আমি রাব্বুল আলামিনের প্রতি কৃতজ্ঞ এ-জন্যও যে, বইটির যৌথ অনুবাদে আমি সহযাত্রী ও দিকনির্দেশক হিসেবে পেয়েছি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য পরিচিত, সমাদৃত এবং স্বীকৃত লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক উসতাদ আবু মুসআব ওসমান সাহেবকে। তিনি প্রথম খণ্ডের অনুবাদের পাশাপাশি দ্বিতীয় খণ্ডেরও মূল কার্যকরী সম্পাদনা, সংশোধন ও সংযোজন করে দিয়েছেন। তাঁর কৌশলী হাতের যত্ন পেয়ে আমার মতো নবীনের অনুবাদও পাঠকের জন্য দারুণ সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে বলেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখছি।

ইতিহাসবিষয়ক পাঠকনন্দিত প্রকাশনা হিসেবে মাকতাবাতুল হাসানের পরিচয় ও প্রসিদ্ধি নতুন করে জানানোর নয়। পাঠকের টেবিলে নির্ভুল ও সর্বোচ্চ সুন্দর কাজ তুলে দিতে তাদের চিন্তা, পরিকল্পনা, শ্রম ও চেষ্টা বরাবরের মতোই মুগ্ধকর। ক্রুসেড সিরিজের কাজে অংশীদার হতে পেরে কাছ থেকেই তাদের দরদ ও দৌড় অনুভব করতে পেরেছি। ভালো ও উত্তমের সবটুকুর জন্য তাই মাকতাবাতুল হাসান পরিবারের প্রতি প্রেম নিবেদন করছি। আল্লাহ বইটিকে তার উদ্দেশ্যপূরণে সফল করুন, সংশ্লিষ্টদের সকল মেহনত ও প্রার্থনা কবুল করুন!

—সাদিক ফারহান

২৯ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরি

বি ষ য় সূ চি

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মওদুদ বিন তুনতেকিন রহ.-এর ইতিহাস-২১

মওদুদের জিহাদি তৎপরতা ২১
গণজাগরণ!.....২৮
ঐক্যের নাটক!..... ৩১
মুসলিম বাহিনীর ব্যর্থ অভিযান ৩৫
মওদুদ দমার পাত্র নন!.....৪০
ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় প্রজন্ম ৪৪
সিন্নাবরার যুদ্ধ ৪৫
সিন্নাবরার যুদ্ধের প্রভাবসমূহ..... ৫২
মওদুদ-হত্যা.....৫৫
হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা কে?!.....৫৯
আসমানি ইশারা!..... ৬৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মওদুদ রহ.-এর শাহাদাতের পরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ-৬৭

[এক] সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বের জিহাদি আন্দোলন ৬৮
[দুই] মসুল রাজ্য.....৬৮
[তিন] ইমাদুদ্দিন জিনকি ৭১

[চার] দামেশকের আমির তুগতেকিন ৭২
[পাঁচ] আলেপ্পো রাজ্য ৭৩
[ছয়] ইলগাজি বিন উরতুক ৭৪
[সাত] বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য ৭৫
[আট] এডেসা রাজ্য ৭৮
[নয়] এন্টিয়ক ও ত্রিপোলি রাজ্য ৭৮
[দশ] উত্তরাঞ্চলের আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী ৭৮
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিয়োগ-ঘটনা ৮০
[এক] সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদ ৮০
[দুই] আলেপ্পোর শাসক বদরউদ্দিন লুলু ৮১
[তিন] আব্বাসি খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহ ৮১
[চার] বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের রাজা ১ম বল্ডউইন ৮২
[পাঁচ] ১ম বল্ডউইনের দ্বিতীয় স্ত্রী অ্যাডেলেইড ৮৩
[ছয়] আল-কুদসের গির্জাধ্যক্ষ আরনাল্ফ মালকোরন ৮৪
[সাত] রোমের পোপ ২য় পাসকাল ৮৪
[আট] বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস ৮৪
[নয়] এন্টিয়কের শাসক রজার সালের্নো ৮৫
বালাতের যুদ্ধ ৮৫
ইলগাজির অক্ষমতা ৯০
ক্রুসেডার মিলিশিয়া বাহিনী ৯২
কিছু জটিল ঘটনা ও ইলগাজির মৃত্যু ৯৪
মুজাহিদ বাল্‌ক বিন বাহরাম বিন উরতুক ৯৬
২য় বল্ডউইনের মুক্তি ১০১
সুর নগরীর পতন ১০৩
জনসাধারণের পরিচর্যা ১০৫
মসুল-আলেপ্পো একক রাজ্য ! ১০৯
আক সুনকুর আল-বুরসুকির শহিদি মৃত্যু ১১৪
দুয়ারে এসেছে নবপ্রভাত ! ১২০

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকির বংশপরিচয়-১২৫

তাদের পিতা ছিলেন পুণ্যের আকর! ১২৫
আলেপ্পোর নতুন দিন ১২৮
কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুর হত্যাকাণ্ড ১৩৩
আক সুনকুর মুসলমানদের দৃষ্টিতে ১৩৮

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি যেভাবে সর্বোচ্চ শিখরে-১৪৩

আল্লাহপ্রদত্ত তত্ত্বাবধান ১৪৪
সেলজুক পরিবারের প্রতি ইমাদুদ্দিনের পূর্ণ বিশ্বস্ততা ১৪৬
ইমাদুদ্দিন জিনকির অবস্থান ১৫০
মসুলের আতাবিক ইমাদুদ্দিন জিনকি ১৫৩
[এক] আল্লাহর জন্য একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা ১৫৫
[দুই] দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ ১৫৯
[তিন] বীরত্ব ও সাহসিকতা.....১৬১
[চার] ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা..... ১৬২
[পাঁচ] হৃদয়-কোমলতা ও সংবেদনশীলতা ১৬৭
[ছয়] গাম্ভীর্য ও রাশভারিত্ব ১৭১
[সাত] দৃঢ় সংকল্প ও স্থির সিদ্ধান্ত.....১৭৪
[আট] সুশাসন ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ১৭৫
[নয়] ব্যক্তিত্ব নির্ণয় যোগ্যতা ১৮০
[দশ] সমুন্নত প্রশাসনিক দক্ষতা.....১৮৪

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি ও উম্মাহর বিনির্মাণ-১৯১

সমকালীন শক্তিশালী পক্ষসমূহ ১৯১
[এক] সেলজুক সুলতান মাহমুদ ১৯২
[দুই] আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ১৯২
[তিন] মসুল নগরী ১৯৩
[চার] মসুলের জনগণ ১৯৩
[পাঁচ] আলেপ্পো নগরী ১৯৪
[ছয়] জাওলি ১৯৫
[সাত] দামেশক ও অবশিষ্ট শাম অঞ্চল ১৯৬
[আট] জাযিরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ.....১৯৮
[নয়] কুর্দি গোষ্ঠী ১৯৯
[দশ] ক্রুসেডার শক্তি.....১৯৯

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি : ঐক্য ও জিহাদ-২০৩

মসুলের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন.....২০৩
জিনকি রাষ্ট্রে আলেপ্পোর অন্তর্ভুক্তি.....২০৮
ইমাদুদ্দিনের কূটকৌশল!..... ২১৩
ইমাদুদ্দিনের গৃহীত কৌশলের অনুপ্রাণিকা ও কার্যকারণসমূহ ২১৮
কঠিন সংকট!.....২২৪
উরতুক পরিবারের সঙ্গে ইমাদুদ্দিনের সংঘর্ষ.....২২৮
এন্টিয়কের পথে.....২৩২
ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি বিপদ ২৩৭

দুবাইস বিন সাদাকার বন্দিত্ব ২৩৯
সুলতান মাহমুদের ইন্তেকাল ২৪৩
ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ২৪৫
আত্মঘাতী সংঘাতের কার্যকারণ ২৪৯
সেলজুক পরিবারে সংঘাতের আগুন ২৫২
৫২৬ হিজরি সনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ২৫৬
ফিতনার উত্তপ্ত সময় ২৬১
ইরাকের চলমান ফিতনার অনিবার্য ফল ২৬৫
চলমান ফিতনা থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকির বিচ্ছিন্নতা ২৬৮
দামেশক নগরীকে রাজ্যভুক্ত করার প্রচেষ্টা ২৭৬
ইমাদুদ্দিনের অব্যাহত বিজয় ২৮১
হত্যাপ্রচেষ্টা থেকে ইমাদুদ্দিনের নিষ্কৃতি ২৮৩
দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ২৮৮
জেগে উঠেছে মুজাহিদদের আত্মমর্যাদাবোধ! ২৯০
বারিনের যুদ্ধ ২৯১
বাইজান্টাইন সহায়ক বাহিনী ২৯৫
এক বিরল ঐতিহাসিক ভূমিকা! ২৯৭
ক্রুসেডার-বাইজান্টাইন সন্ধিচুক্তি ২৯৯
বাইজান্টাইন বাহিনীর পুনঃআগমন ৩০২
মুসলমানদের নির্ভীক প্রতিরোধ ৩০৬
বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্থান! ৩১২
[এক] শত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয়ের লক্ষ্যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ৩১৩
[দুই] খ্রিষ্টান বাহিনীর রসদ সরবরাহব্যবস্থা বিচ্ছিন্নকরণ ৩১৪
[তিন] স্নায়ুযুদ্ধ ৩১৪
[চার] মিত্রশক্তির ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি ৩১৪
ইমাদুদ্দিন জিনকির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ ৩২১
সৌভাগ্য ও কল্যাণে সমৃদ্ধ একটি বছর ৩২৩

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি ও ক্রুসেড রাজ্য এডেসা বিজয়-৩২৯

এডেসা বিজয়ের অনুপ্রাণিকাসমূহ ৩৩০
[এক] জাযিরা অঞ্চলকে এডেসা রাজ্যে অভিযান পরিচালনার সহায়ক ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত করা ৩৩৩
[দুই] দামেশক নগরীকে রাজ্যভুক্ত করার প্রচেষ্টা ৩৩৩
নুসায়বিন ষড়যন্ত্র ৩৩৪
দামেশক অবরোধ ৩৩৬
দামেশক-ক্রুসেডার মিত্রতা ৩৩৯
পূর্ণ পাঁচ বছর.....৩৪৩
আল্লাহর সৈনিক.....৩৪৮
ইমাদুদ্দিন জিনকির বিনম্রতা.....৩৫২
আল্লাহপ্রদত্ত মহান বিজয় ৩৫৬
সুদৃঢ় কিছু সিদ্ধান্ত.....৩৬৪
এডেসা পতনের প্রভাব ও ফলাফল..... ৩৬৬

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গল্পের সমাপ্তি-৩৭১

ব্যর্থ বিদ্রোহ প্রচেষ্টা!..... ৩৭২
মহান নেতার জীবনাবসান ৩৭৪
অর্মাজনীয় এই অপরাধের অনুপ্রাণিকা ও কার্যকারণ ৩৭৭

বিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ দৃশ্যের পরের কথা-৩৮১

শিক্ষা ও উপদেশ ৩৮১
প্রথম শিক্ষা : প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের ইতিহাস জানি না!.....৩৮২
দ্বিতীয় শিক্ষা : পারস্পরিক সংঘাত একটি বিশ্বজনীন রীতি! ৩৮৫
তৃতীয় শিক্ষা : আমরা তাদের শক্তির কারণে পরাজিত হই না; পরাজিত হই নিজেদের দুর্বলতার কারণে! ৩৮৬
চতুর্থ শিক্ষা : ইসলামি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে জিহাদের কোনো বিকল্প নেই! ৩৮৮
পঞ্চম শিক্ষা : বিজয় নিশ্চিত করার জন্য ঐক্য জরুরি! ৩৯০
ষষ্ঠ শিক্ষা : আদর্শ নমুনা ব্যতীত পরিবর্তন ও সংস্কারের আশা নেই!. ৩৯১
সপ্তম শিক্ষা : পরিবর্তন ও সংস্কারের চাবিকাঠি উলামায়ে কেরামের হাতে.....৩৯৩
অষ্টম শিক্ষা : সুপরিণতি কেবল ঈমানদার-মুত্তাকিদের ভাগ্যে জোটে! ৩৯৪
নবম শিক্ষা : সংস্কারকদের জীবনযাত্রা সাধারণ দায়িত্বশীলদের তুলনায় অনেক ব্যতিক্রম ৩৯৬
দশম শিক্ষা : সংস্কারকগণের মৃত্যুতে ইসলামের ঝান্ডা অবনমিত হয় না! ৩৯৮

উপসংহার-৪০১

পরিশিষ্ট

ইমাদুদ্দিন জিনকি-পরবর্তী সময়ের ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-৪০৩

দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ ৪০৫
দ্বিতীয় ক্রুসেড-পরবর্তী সময় ৪১১
ঐতিহাসিক হিত্তিনের যুদ্ধ ৪২২
আল-কুদস পুনরুদ্ধার ৪২৩
তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ ৪২৭
তৃতীয় ক্রুসেড-পরবর্তী সময় ৪৩০
চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধ ৪৩২
পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধ ৪৩৩
ষষ্ঠ ক্রুসেড যুদ্ধ ৪৩৫
ষষ্ঠ ক্রুসেড-পরবর্তী সময় ৪৩৬
দ্বিতীয়বার আল-কুদস পুনরুদ্ধার ৪৩৭
সপ্তম ক্রুসেড যুদ্ধ ৪৩৮
সপ্তম ক্রুসেড-পরবর্তী সময় ৪৪১
অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধ ৪৪৬
নবম ক্রুসেড যুদ্ধ ৪৪৮
নবম ক্রুসেড-পরবর্তী সময় ৪৫০
নির্ঘণ্ট (ওহফবী) ৪৫৩
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৪৬৭

মা ন চি ত্র সূ চি

মানচিত্র নং-২৩

৫০৫ হিজরি সনে/১১১১ খ্রিষ্টাব্দে মওদুদের নেতৃত্বে অভিযান..... ৩২

মানচিত্র নং-২৪

সিন্নাবরার যুদ্ধ.....৫১

মানচিত্র নং-২৫

বালাতের যুদ্ধ..... ৮৭

মানচিত্র নং-২৬

মসুল-আলেপ্পো একক রাজ্য ১১২

মানচিত্র নং-২৭

আসারিব দুর্গ পুনরুদ্ধার এবং হারিম অঞ্চলে জিজিয়া আরোপ ২৩৬

মানচিত্র নং-২৮

বারিনের যুদ্ধ..... ২৯৪

মানচিত্র নং-২৯

শাইজারের যুদ্ধ ৩১২